গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
অর্থ মন্ত্রণারয়
অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ
পরিকল্পনা শাখা

'ভ্যাট অনলাইন' শীর্ষক প্রকল্পের ওপর অনুষ্ঠিত বিভাগীয় প্রকল্প মূল্যায়ণ কমিটি (ডিপিইসি) সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি : জনাব মোঃ মোশাররফ হোসেন ভূঁইয়া, সিনিয়র সচিব, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ
তারিখ : ২২.০৫.২০১৮ খ্রিঃ
সময় : বেলা ১১:৩০০ ঘটিকা
স্থান : অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের সম্মেলন কক্ষ।

০২। উপস্থিত কর্মকর্তাগণের তালিকাঃ

ক্রঃ	কর্মকর্তার নাম	পদবী	দপ্তর
০১।	জনাব মোঃ আনোয়ারুল ইসলাম সরকার	অতিরিক্ত সচিব	জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
০২।	জনাব শাহনাজ পারভীন	সদস্য (শুল্ক ও ভ্যাট প্রশাসন)	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
০৩।	জনাব মোঃ রেজাউল হাসান	প্রকল্প পরিচালক	ভ্যাট অনলাইন প্রকল্প
০৪।	জনাব মোঃ আমিনুল বর চৌধুরী	যুগ্ম-সচিব (পরিকল্পনা)	অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ
০৫।	জনাব মোঃ আব্দুল আখের	সিনিয়র সহকারী প্রধান	অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ
০৬।	জনাব মোস্তাফিজুর রহমান	সিনিয়র সহকারী প্রধান, কার্যক্রম বিভাগ	পরিকল্পনা কমিশন
০৭।	জনাব মুহাম্মদ আবদুল্যাহ আল জাবেদ	সিনিয়র সহকারী প্রধান, আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো বিভাগ	পরিকল্পনা কমিশন

০৩। আলোচনাঃ

৩.১ সভাপতি উপস্থিত কর্মকর্তাগণকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। অতঃপর সভাপতির আহ্বানে অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের পরিকল্পনা শাখার সিনিয়র সহকারী প্রধান প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি তুলে ধরেন। অতঃপর, "ভ্যাট অনলাইন" প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক বলেন, আলোচ্য প্রকল্পের আওতায় 'ইন্টেগ্রেটেড ভ্যাট এডমিনিস্ট্রেশন সিস্টেম (আইভাস)' স্থাপনের জন্য 'কোটস সফ্টওয়্যার' ক্রয় ও বাংলাদেশের জন্য প্রয়োজনীয় পরিবর্তনের জন্য 'এফপিটি ইনফরমেশন সিস্টেম কর্পোরেশন' এর সাথে মোট ২৩৫.৬৮ কোটি টাকায় একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

তিনি জানান, চুক্তি অনুযায়ী সাধারণ করদাতাদের সাথে ইউজার ইন্টারফেস তৈরিতে বর্ণিত সিস্টেমে Tax Payer Online Service (TPOS) ব্যবহারপূর্বক করদাতা নিবন্ধন সংক্রান্ত কার্য সম্পাদনের পর দেখা যায় যে, TPOS প্রযুক্তি বাংলাদেশের মতো জনবহুল দেশের বৃহৎ আকারের করদাতাদের জন্য যথেষ্ট পরিমানে 'ইউজার ফ্রেন্ডলি' নয়। এটি কেবল মাইক্রোসফ্ট এর ইন্টারনেট এক্সপ্লোরার দিয়ে রেজিস্ট্রেশন ও রিটার্ন ফাইলিং করা যায়। দেশের জনপ্রিয় ফায়ারফক্স, গুগলক্রম ও ম্যাক এর সাফারি দিয়ে কাজ করা যায় ন। এ পরিপ্রেক্ষিতে প্রকল্পের ইউকে ভিত্তিক পরামর্শক প্রতিষ্ঠান এবং বিশ্ব ব্যাংকের পরামর্শ মোতাবেক TPOS এর পরিবর্তে Multi Channel Foundation (MCF) প্রযুক্তি ব্যবহারের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। 'এফপিটি ইনফরমেশন সিস্টেম কর্পোরেশন' এরূপ পরিবর্তনের জন্য সম্পাদিত চুক্তিপত্রের বাইরে অতিরিক্ত ৩,৫৮,২৭৫ মার্কিন ডলার তথা ২,৯০,২০,০৭৫ (দুই কোটি নব্বই লক্ষ বিশ হাজার পঁচাত্তর) টাকা দাবি করে।

প্রকল্প পরিচালক TPOS এর পরিবর্তে MCF প্রযুক্তি ব্যবহারের জন্য 'এফপিটি ইনফরমেশন সিস্টেম কর্পোরেশন' এর সাথে সম্পাদিত চুক্তিপত্রের বাইরে অতিরিক্ত ৩,৫৮,২৭৫ মার্কিন ডলার তথা ২,৯০,২০,০৭৫ (দুই কোটি নব্বই লক্ষ বিশ হাজার পঁচাত্তর) টাকা প্রকল্পের 'ফিজিক্যাল কন্টিনজেন্সি' হতে নির্বাহের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের প্রস্তাব করেছেন। উক্ত প্রস্তাবের পরিপ্রেক্ষিতে অদ্যকার সভাটি আহ্বান করা হয়েছে।

৩.২ আলোচনায় অংশ নিয়ে পরিকল্পনা কমিশনের সেক্টর-বিভাগের প্রতিনিধি বলেন যে, প্রকল্পের আলোচ্য আইটেমের জন্য মূল ডিপিপি'তে ১৪২.২০ কোটি টাকা, ১ম সংশোধিত ডিপিপি'তে ২৩৬.৭২ কোটি এবং ২য় সংশোধিত ডিপিপি'তে ২৩৫.৬৮ কোটি টাকার সংস্থান রাখা হয়েছে। কী কারণে কোনো রকম সম্ভাব্যতা যাচাই ছাড়াই TPOS প্রযুক্তিতে এহেন বৃহৎ একটি আইটেম বাস্তবায়নে সিসিজিপি-এর নিকট প্রেরণ করা হলো সভায় তা আলোচনা করা যেতে পারে। এ বিষয়ে প্রকল্প পরিচালক জানান যে, আলোচ্য বিষয়টি সম্পূর্ণরূপে নতুন একটি বিষয় হওয়ায় পূর্বে কোনো ধারণা করা যায়নি। তবে, পরবর্তিতে পরামর্শকগণের সহায়তায় বিষয়টি নিষ্পত্তি হয়েছে।

৩.৩ সভায় জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি বলেন যে, প্রকল্পের আলোচ্য আইটেমটি সম্পূর্ণরূপে জিওবি হতে অর্থায়নের সংস্থান রাখা হয়েছে। সে ক্ষেত্রে এ খাতে অতিরিক্ত অর্থ ব্যয়ের বিষয়ে প্রকল্পের উদ্যোগী মন্ত্রণালয়ের সাথে কোনো রকম আলোচনা না করে প্রকল্প কর্তৃপক্ষ বিশ্ব ব্যাংকের পরামর্শ গ্রহণ করেছেন। এটি কেনো করা হলো তা স্পষ্ট নয়। অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে, প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে প্রকল্প কর্তৃপক্ষ উদ্যোগী মন্ত্রণালয় হিসেবে আইআরডি-কে সেভাবে সম্পৃক্ত করছে না। এ বিষয়ে সভাপতি মহোদয় পরিকল্পনা শাখার বক্তব্য জানতে চাইলে সিনিয়র সহকারী প্রধান বলেন যে, প্রকল্পের সুষ্ঠু বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রকল্পে একটি বাস্তবায়ন কমিটি ও একটি স্টিয়ারিং কমিটি রয়েছে। অথচ, প্রকল্পের বৃহত্তম আইটেমটি বাস্তবায়নের বিষয়ে এ দু'কমিটির কোনো সভায় এ বিষয়ে কোনো আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়নি। এটি প্রকল্প বাস্তবায়ন শৃঙ্খলা পরিপন্থী। এ বিষয়ে প্রতি মাসে আইআরডি'তে যে এডিপি পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয় সেখানেও কোনো আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়নি। এ বিষয়ে সভাপতি মহোদয় পরবর্তিতে প্রকল্প বাস্তবায়নের সকল ক্ষেত্রে অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগকে অবহিত করার এবং সম্পৃক্ত করার নির্দেশনা প্রদান করে বলেন যে, প্রকল্পের সুষ্ঠু বাস্তবায়নের লক্ষ্যে পিআইসি, পিএসসি ও এডিপি পর্যালোচনা সভাসমূহে প্রকল্প বাস্তবায়নে কোনো সমস্যা থাকলে প্রকল্প পরিচালক তা তুলে ধরে যথাযথ দিক নির্দেশনা গ্রহণ করবেন।

৩.৪ আলোচনায় অংশ নিয়ে যুগ্ম-সচিব (পরিকল্পনা) বলেন যে, প্রস্তাবের সাথে সংযুক্ত ইমেইলের কপিতে দেখা যায় যে, 'এফপিটি ইনফরমেশন সিস্টেম কর্পোরেশন' প্রকল্প পরিচালককে গত ০৯.০৪.২০১৭ তারিখে অতিরিক্ত ৩,৫৮,২৭৫ মার্কিন ডলারের চাহিদা দাখিল করেছিলো। কিন্তু এর ৬ (ছয়) মাস পরে প্রকল্পের ২য় সংশোধিত ডিপিপি'র ওপর গত ২৯.১০.২০১৭ তারিখে অনুষ্ঠিত পিইসি সভায় তা উপস্থাপন না করে এখন 'কন্টিনজেন্সি' খাত হতে তা সমন্বয়ের প্রস্তাব করা হচ্ছে; এতে প্রকল্প বাস্তবায়নে অহেতুক বিলম্ব হচ্ছে। FPT কর্তৃক দাবিকৃত ৩,৫৮,২৭৫ মার্কিন ডলার কিভাবে স্থীর হলো জানতে চাইলে প্রকল্প পরিচালক জানান, FPT চার লক্ষ ডলারের বেশি দাবী করেছিলো। তাদের সাথে Negotiation করে কমিয়ে ৩,৫৮,২৭৫ মার্কিন ডলার নির্ধারণ করা হয়েছে। Negotiation এর সময় আইআরডি'র কোনো প্রতিনিধি ছিলো কি না জানতে চাইলে প্রকল্প পরিচালক জানান, Negotiation এ আইআরডি-কে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। এ বিষয়ে প্রকল্প পরিচালক সভায় আরো জানান যে, প্রকৃতপক্ষে বিশ্ব ব্যাংকের পরামর্শ মোতাবেক বিষয়টি ইতোমধ্যে নিরসন করা হয়েছে এবং এখন কেবল সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানকে অর্থ পরিশোধের আনুষ্ঠানিকতা বাকি রয়েছে, তখন পরিকল্পনা কমিশনের কার্যক্রম বিভাগের প্রতিনিধি 'ঘটনাত্তোর' অনুমোদনের কোনো সুযোগ নেই বলে সমন্বয়ের এ প্রস্তাব অনুমোদন করা সম্ভব নয় বলে জানান। এ পর্যায়ে সভাপতি মহোদয় বলেন যে, আলোচ্য প্রকল্পে পূর্ণকালীণ প্রকল্প পরিচালক না থাকায় এ অবস্থাটি হতে পেরেছে এবং প্রকল্পটি একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প হওয়ায় ভবিষ্যতে যাতে এ ধরণের কোনো ঘটনা না ঘটে তজ্জন্য এবং প্রকল্পের সুষ্ঠু বাস্তবায়নে কোনো প্রতিবন্ধকতা না হয় সেদিকে সংশ্লিষ্ট সকলের দৃষ্টি রাখতে হবে।

০৫। সিদ্ধান্তঃ

বিস্তারিত আলোচনা শেষে নিম্নে বর্ণিত শর্তে 'ভ্যাট অনলাইন' শীর্ষক প্রকল্পের 'ফিজিক্যাল কন্টিনজেন্সি' খাত হতে ২,৯০,২০,০৭৫ (দুই কোটি নব্বই লক্ষ বিশ হাজার পঁচাত্তর) টাকা 'ইন্টেগ্রেটেড ভ্যাট এডমিনিস্ট্রেশন সিস্টেম (আইভাস)' খাতে স্থানান্তরের প্রস্তাব মাননীয় অর্থমন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদনের নিমিত্তে প্রেরণের জন্য সুপারিশ করা হলো।

শর্তাবলীঃ

ক) পরবর্তিতে প্রকল্প বাস্তবায়নের গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগকে সম্পৃক্ত করতে হবে;

খ) প্রকল্পের সুষ্ঠু বাস্তবায়নের লক্ষ্যে পিআইসি, পিএসসি ও এডিপি পর্যালোচনা সভাসমূহে প্রকল্প বাস্তবায়নে কোনো সমস্যা থাকলে প্রকল্প পরিচালক তা তুলে ধরে যথাযথ দিক নির্দেশনা গ্রহণ করবেন; এবং

গ) যতোদ্রুত সম্ভব প্রকল্পে একজন পূর্ণকালীণ প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ করতে হবে।

০৫। আর কোনো আলোচ্য বিষয় না থাকায় সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার কাজ সমাপ্ত ঘোষণা করেন।

স্বাক্ষরিত/=০২.০৬.২০১৮
(মোঃ মোশাররফ হোসেন ভূঁইয়া এনডিসি)
সিনিয়র সচিব
ও
সভাপতি

নং ০৮.০০.০০০০.০৩৯.১৪.০০২.১৩(অংশ-৩)-১৫২ তারিখঃ ১০.০৬.২০১৮

বিতরণঃ (জ্যেষ্ঠতার ক্রম অনুসারে নয়):

১। সিনিয়র সচিব, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, শের-ই-বাংলানগর, ঢাকা।
২। সিনিয়র সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৩। সিনিয়র সচিব, অর্থ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৪। সদস্য, সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, শের-ই-বাংলানগর, ঢাকা।
৫। সচিব, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ণ বিভাগ, শের-ই-বাংলানগর, ঢাকা।
৬। সদস্য, কার্যক্রম বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, শের-ই-বাংলানগর, ঢাকা।
৭। সচিব, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৮। সচিব, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৯। সদস্য, আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, শের-ই-বাংলানগর, ঢাকা।
১০। সদস্য (শুল্ক ও ভ্যাট প্রশাসন), জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, সেগুণবাগীচা, ঢাকা।
১১। যুগ্ম-সচিব (পরিকল্পনা), অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১২। যুগ্ম-প্রধান, এনইসি-একনেক ও সমন্বয় অনুবিভাগ, পরিকল্পনা বিভাগ, শের-ই-বাংলানগর, ঢাকা।
১৩। জনাব শেখ রবিউল ইসলাম, প্রশাসনিক কর্মকর্তা (চলতি দায়িত্ব), অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ (কার্যবিবরণীটি ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধ করা হলো)।

১০/৬/১৮

মোঃ আব্দুল আখের
সিনিয়র সহকারী প্রধান
ফোনঃ ৯৫৪০৫২৭